চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) **০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২**

নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে সাক্ষাতে মেয়র

ভারত বাংলাদেশের সু-সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন আজ সোমবার টাইগারপাস অস্থায়ী নগর ভবনে সৌজন্য সাক্ষাত করতে আসেন। ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার নগর ভবনে এসে পৌঁছলে মেয়র তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ডা. রাজীব রঞ্জন চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার হিসেবে যোগদান করায় অভিনন্দন এবং তার সাথে সাক্ষাত করতে আসায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মেয়র মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক দিনদিন নবতর উচ্চতায় উপনীত হচ্ছে। ভারত শুধুমাত্র বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী নয় বিশ্বস্ত বন্ধুও বটে। দু'দেশের সু-সম্পর্কের বন্ধন হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত যা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চিরকাল অটুট থাকবে। আবহমানকাল থেকে চট্টগ্রাম আন্দোলন-সংগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী স্থান। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি সহ যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। মেয়র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক মাস্টারদা সূর্যসেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সহ বিপ্লবীদের স্মৃতি ও ইউরোপিয়ান ক্লাবকে মিউজিয়াম করে বাঙালির গৌরব অধ্যায়গুলো নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগের কথা জানান। মেয়র বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। অর্থনৈতিক গতিশীলতার কারণে শুধু শহরেই নয়, উন্নয়ন হয়েছে গ্রামীণ জনপদেও। তিনি চসিকের বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে ভারতীয় সরকারের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি নবনিযুক্ত সহকারী হাইকমিশনার দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রামের সাথে ভারতের বাণিজ্য অর্থনীতি আন্তঃসংযোগে সর্বাত্মক প্রয়াসের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

মেয়র কর্পোরেশনের নানামুখী সেবা কার্যক্রমের তথ্য রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কাজ হচ্ছে তিনটি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নগরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোকায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এই মৌলিক কার্যক্রমের বাইরে গিয়েও চসিক ৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬০টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৪টি মাতৃসদন, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, হেলথ টেকনোলজি, মিডওয়াইফ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। যা অন্য কোন সিটি কর্পোরেশন এই ধরণের দায়িত্ব পালন করে না।

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেই উল্লেখ করে ভারতের নবনিযুক্ত সহকারী হাইকমিশনার বলেন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে কোভিড ভ্যাক্সিনেশনসহ অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে আছে। তিনি বাংলাদেশকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে অভিহিত করে বলেন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। চট্টগ্রামের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি দুই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতি ভালোবাসার ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি চট্টগ্রামের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েছেন বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী।

চসিক মেয়রের সাথে সাক্ষাতে দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

মেট্রোরেলের সমীক্ষা সম্পন্ন হতে ১৮মাস সময় নির্ধারণ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জেং কিউন (Lee jang keun)'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ সোমবার টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এলে মেয়র তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষাতকালে মেয়র বলেন, স্বাধীনতার পর পরই যেসব দেশ বাংলাদেশকে

স্বীকৃতি দিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই যুক্ত আছে দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোষাক রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার নেপথ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষ অবদান রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী এই দেশটি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষভাবে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল প্রকল্পের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কোইকা'র সহায়তায় প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষা কার্যে ৫১কোটি টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সরকার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত স্বদিচ্ছার কারণে চট্টগ্রাম অচিরেই আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নগরীতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় বিনিয়োগে অপার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। এখানে বাস্তবায়ন হচ্ছে বে-টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল, কর্ণফুলী তলদেশে ট্যানেল, গভীর সমুদ্র বন্দরসহ নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প। ২০৪১সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে উন্নীত হওয়ার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে বিনিয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ আরো বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

চসিক একটি সেবা প্রতিষ্ঠান, এর মূল কাজ হচ্ছে নগরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোকায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর পাশাপাশি চসিক ৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬০টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৪টি মাতৃসদন, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, হেলথ টেকনোলজি, মিডওয়াইফ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জেং কিউন চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, চট্টগ্রাম পাহাড়, নদী, সাগর বেষ্টিত একটি অনন্য নগরী। যেকোন বিদেশী পর্যটক এর সৌন্দর্য্য দেখে বিমুগ্ধ হবে। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে অভিমত প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানীখাত পোষাকশিল্পের প্রারম্ভে অবদান রাখতে পারায় আমরা গর্ব অনুভব করি। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারী হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া শীর্ষস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেমের আওতায় বাংলাদেশের জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। ১৯৯৯সালে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে কেইপিজেড প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রাপ্ত হয় এবং ইয়ংওয়ান'র মত পোষাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এখানে শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালিত করে বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কেইপিজেড'র পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হলে অন্যদেশের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আস্থা পাবে। বাংলাদেশকে ২০৪১সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিজস্ব ব্র্যান্ডের বিকাশ ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে শীঘ্রই অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কোইকা'র সহযোগিতায় চট্টগ্রামে মেট্রোরেল প্রকল্পে নগরীর উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। এই সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮মাস সময় প্রয়োজন হবে বলে তিনি মেয়রকে অবহিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মনিরুল হুদা, অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, কোরিয়ার ফার্স্ট সেক্রেটারী জেং ইউল লি, প্রফেসর ইলজন চ্যাং, কোইকা'র প্রতিনিধি চ্যাউন কিম, জিং বো চুই, মো জেন কং, চট্টগ্রাম কোরিয়ান এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান মি. জিনহুক পাইক।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে পন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করায় আদর্শ বেকারীকে ৫০হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে ইপিজেড থানাধীন মাইলের মাথা এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারী পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার দায়ে আদর্শ বেকারীকে মামলা রুজুপূর্বক ৫০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অভিযানে পতেঙ্গা থানাধীন কাটগড় বাজার সংলগ্ন ইউসুফ বলির বাড়ী এলাকায় সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধাকতা সৃষ্টিকারী গেইট অপসারণ করে রাস্তাটি এলাকাবাসীর জন্য উম্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ৩০ আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যগণ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩